# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

অমর একুশে ২০০৮

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা সৈনিকদের জীবন উৎসর্গ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। সমস্যা ও সংকটে বাঙালি জাতি বারবার একুশের চেতনা থেকে লাভ করেছে তার বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী শক্তি। একুশ 'বাংলাভাষাভাষী জনগণের জীবনীশক্তি ও প্রেরণার এক অন্তহীন উৎস।' বহমান নদীর মতো ভাষা আন্দোলনের চেতনার স্রোতধারা বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনে যেমন বাঁধভাঙা রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তেমনি সমগ্র বিশ্বকে আপ্লুত করে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির এক বিরল সম্মান বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছে। একুশ আমাদের অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস এবং অধিকার আদায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক। একুশ মানেই বৈষম্য, নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অমর একুশে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এখন তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন মাতৃভাষার প্রতীক। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন হল মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এরপর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা। আমাদের মাতৃভাষার ঐতিহ্য আর অহংকার আজ আলোকিত করছে বিশ্বের সব জাতি গোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা। আমাদের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। দক্ষিণ এশিয়ার এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে বাংলাভাষাভাষী গোষ্ঠী-গোত্রের যাত্রা সূচিত হয়েছিল সেই প্রাচীন আমলে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে যত সচল ভাষা আছে তার মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। ভৌগোলিকভাবে বাংলা ভাষা বলতে এখন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গকেই (আসামেও কিছু আছে) বোঝায়। সর্বমোট প্রায় ২৩ কোটি মানুষ বাংলাভাষাভাষী। জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান সপ্তম। উল্লেখ্য, জার্মান, ফরাসি, পর্তুগিজ ও জাপানি ভাষার স্থান বাংলার পরে।

প্রতিবছর পৃথিবী থেকে অসংখ্য ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব পাণ্ডুলিপি রয়েছে এমন ধরনের প্রায় ২০ থেকে ২৫টি এবং পাণ্ডুলিপি ছাড়া শতাধিক ভাষার বিলুপ্তি ঘটছে প্রতিবছর। ভাষার বিলুপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতি বা ভাষাভাষীর ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ, ভাষা-সংস্কৃতি সব হারিয়ে যাচ্ছে। এমনি অবস্থায় ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইউনেস্কোর লক্ষ্য অনুযায়ী এ দিবসটি পালনের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ভাষা সংরক্ষণের শুভ সূচনা হওয়ার কথা।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ওপর অর্পিত হয়েছে এক বিরাট দায়িত্ব। এ বিরল সম্মান ও গৌরবকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত

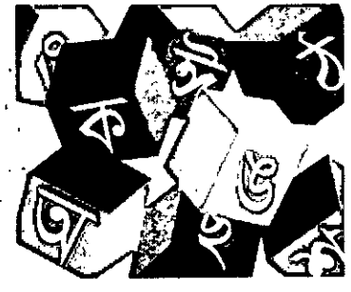

নেয়। আন্তর্জাতিকমানের প্রস্তাবিত ইন্সটিটিউটে বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং বিশ্বের সব ভাষা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২ তলার ভিত্তিসহ ৫ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ১৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প সারপত্র (পিসিপি) প্রণয়ন করে, যা ৮ আগস্ট-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটি ২০০০-০১-এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপনের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এভাবে : ১. বাংলাসহ পৃথিবীর সব ভাষার ওপর গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন ২. বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, বর্ণমালা, বই, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও তথ্য বিনিময় করা ৩. কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর সব ভাষা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া ৪. বিলুপ্ত ভাষা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ৫. বাংলা থেকে অন্যান্য ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা ৬. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা বিশেষজ্ঞদের এ দেশে আনা এবং গবেষণা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা ৭. বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার ওপর নানামুখী গবেষণা পরিচালনা ৮. ভাষা শিক্ষা ও বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জনগণের আগ্রহী করে তোলার প্রয়াসে সরকারকে সহায়তা প্রদান। প্রাচ্য ও পশ্চ সত্যিকার অর্থে ভাষার জাদুঘর, সেখানে বিভিন্ন দেশের ভাষার নমুনা বা সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা হবে।

গত ১ ফেব্রুয়ারি ইন্সটিটিউট সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি বড় খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক যুগান্তরে, যার শিরোনাম ছিল— "৩০ লাখ টাকা ঘুষ না দেওয়ায় ৪ বছর বন্ধ ছিল 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে'র নির্মাণ কাজ।" চাঞ্চল্যকর এই খবরে প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে জোট সরকারের নানা কীর্তি কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইন্সটিটিউটের নির্মাণ কাজ এভাবে ব্যাহত হয় ব্যক্তিস্বার্থে ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তা অভাবনীয়— জাতির জন্য খুবই দুঃখজনক। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে তিনতলা ভবন নির্মাণ শেষ হবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বিলম্বে হলেও নিঃসন্দেহে এ খবরে জনগণের মধ্যে আবার আশার সঞ্চার হয়েছে। বিশ্বের ১৯০টি দেশে এখন প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। এটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য যে কতবড় অর্জন তা ভাবা যায় না। ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত থেকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার সেই ঐতিহাসিক ঘটনার মধুর অনুভূতি একজন গর্বিত বাঙালি হিসেবে আজীবন আমার স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

ড. এম সাইদুর রহমান খান : *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য*